মেহেরপুরে সদর উপজেলা যুবদলের বিক্ষোভ মিছিল

আওয়ামী লীগের লিফলেট বিতরণের ও অন্যান্য কার্যকলাপের প্রতিবাদে মেহেরপুর সদর উপজেলা যুবদলের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার সন্ধ্যার দিকে মেহেরপুর পুরাতন বাসস্ট্যান্ড এর সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে, শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা বিএনপি’র কার্যালয়ে এসে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, ফ্যাসিবাদ আওয়ামী সরকারের দুঃশাসনের কারণে দেশের মানুষ আজ বিপদগ্রস্ত অতএব সাবধান হন নির্দিষ্ট জায়গায় থেকে রাজনীতির চর্চা করে তারপরে রাজনীতির মাঠে লিফলেট বিতরণ সহ নানামুখী কর্মসূচি পালন করবেন। অন্যথায় মেহেরপুর জেলা যুবদল আপনাদের এই নৈরাজ্য শক্ত হাতে প্রতিহত করবে।

যুবদলের বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় যুবদলের তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সহ-সম্পাদক ইমরান আহমেদ প্রিন্স,সদর যুবদলের সভাপতি লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, সদর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাহিদুল ইসলাম।

এই সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, জেলা যুগ্ম আহবায়ক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সহ-সভাপতি ফিরোজুর রহমান ফিরোজ, যুবদলের নেতা বখতিয়ার হাসান, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লা, যুবদলের সদস্য শামুয়েল হোসেন সনি, যুবদল নেতা রিপন মিয়া যুবদলের নেতা পাপ্পু, সবুজ, রাজু, শুভ, আকাশ, পিয়াস সহ যুবদলের অন্যান্য নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে জেলা যুবদল ও ছাত্রদলের প্রতিবাদ মিছিল

আওয়ামী লীগের বিভিন্ন নৈরাজ্য সন্ত্রাসী মূলক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে মেহেরপুর জেলা যুবদল ও ছাত্রদলের প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাত আটটার দিকে জেলা বিএনপি’র কার্যালয় থেকে মিছিলটি বের হয় প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে পৌরসভা সামনে শেষ হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ, মাহবুব সানি, সাবেক ছাত্রনেতা অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ বিন রফিক সিজার,

জেলা যুবদলের সাংস্কৃতিক সম্পাদক আসাদুজ্জামান জনি, জেলা যুবদলের সদস্য মোঃ রাকিবুল ইসলাম সজল, জেলা যুবদলের সদস্য মোঃ রেমিম, পৌর ছাত্রনেতা ফুর্তি হাসান, জেলা জিয়া সাইবার ফোর্স যুগ্ন আহবায়ক নাজমুল হাসান সোহাগ সহ ছাত্রদল ও যুবদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে কৃষকদলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী কৃষকদলের উদ্যোগে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ কৃষক জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করার লক্ষে সারাদেশে তিন মাস ব্যাপী ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সমাবেশের অংশ হিসেবে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন কৃষকদলের উদ্যোগে গতকাল শনিবার বিকাল ৪ টায় মুজিবনগর উপজেলার মানিকনগর ডিএস আমিনিয়া আলিম মাদ্রাসা চত্তরে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি রহিত মন্ডলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহবায়ক মাহবুবুর রহমান। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি‘র সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহসভাপতি আজিমউদ্দীন গাজী, জেলা যুবদলের যুগ্নআহবায়ক মেহেদী হাসান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা কৃষক দলের আহবায়ক আরমান আলী, যুগ্নআহবায়ক ও সাবেক ইউপি সদস্য রমজান আলী, সদস্য সচিব কুনুত আলী, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সহসভাপতি আজিমউদ্দীন গাজী প্রমুখ। সমাবেশটি পরিচালনা করেন জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আব্দুল হামিদ।

দলীয় কোন্দলে খুন হন যুবদল নেতা আলমগীর

গাংনীতে যুবদল নেতা আলমগীর হোসেন হত্যাকান্ডটি পাওনা টাকাকে কেন্দ্র করে নয়, যুবদলের দলীয় কোন্দলের কারণে ঘটেছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে পুলিশ সুপারের কনফারেন্স রুমে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আখতার খানম।

জেলা পুলিশ সুপার বলেন, গাংনী ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি নিহত আলমগীর হোসেন দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকার কারণে ওয়ার্ডের যুবদলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করতেন প্রধান আসামি মাফিকুল ইসলাম মাফি। গত ৫ আগস্টের পরে নিহত আলমগীর দেশে আসে এবং রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তার এই সক্রিয়তার কারণে মাফিকুল রাজনীতিতে কোণঠাসা হয়ে পড়ে।
তিনি আরো বলেন, রবিউল ইসলাম বিপ্লব আগামীতে গাংনী পৌর যুবদলের সম্পাদক হওয়ার চেষ্টা করে আসছিল। এ কারণে ১ নং ওয়ার্ড কমিটির সভাপতির সমর্থন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আলমগীর বিপ্লবকে সমর্থন না দিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। আলমগীরের জনপ্রিয়তার কারণে তাকে সভাপতি পদ থেকে সরানোও সম্ভব হচ্ছিল না। এ কারণে পথের কাটা আলমগীরকে

এসময় গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল, সদর থানার ওসি সেখ মেজবাহ উদ্দীন, মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমানসহ জেলা গোয়েন্দা ও সােইবারক্রাইম টিমের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

হত্যাকান্ডে জড়িত আটক ছয় আসামি হলো- গাংনী পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড চৌগাছা গ্রামের রইচ উদ্দিনের ছেলে মোঃ রবিউল ইসলাম বিপ্লব (৩৬), গাংনী পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড বাশবাড়িয়া পশ্চিমপাড়ার আব্দুল আউয়ালের ছেলে মফিকুল ইসলাম (৩৯), গাংনী উপজেলার কোদাইলকাটি গ্রামের জামাত আলীর ছেলে মোঃ আলমগীর হোসেন (৪০), গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের মিনাপাড়া গ্রামের মোঃ লোকমান ইসলামের ছেলে হাসিবুল ইসলাম(২১), ও মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ট্যাঙ্গারমাঠ শিশিরপাড়া এলাকার মৃত হযরত আলী ছেলে মোঃ শফিকুল ইসলাম শফি(৪২)।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মঈন উদ্দীনের ছেলে ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেনের (৩৮) গলাকাটা মরদেহ সহড়াবাড়িয়া ইছাখালি মাঠের পাশে থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।

গাংনীর মাটিতে কোনো অনুপ্রবেশকারীর জায়গা হবেনা- আসাদুজ্জামান বাবলু

গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর (বাঁশবাড়িয়া) ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন হত্যা মামলার আসামিদের ফাঁসি দাবী করে গাংনী উপজেলা শহরে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার (৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি হাসপাতাল বাজার এলাকার দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বড়বাজার এলাকা ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

তিনি বলেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্ত্রাসী সংগঠণ ছাত্রলীগের জন্মদিন পালন উপলক্ষে পিকনিকের নামে ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে সার ব্যবসায়ীদের ব্যানারে মিটিং মিছিল করতে চেয়েছিল। বিএনপির নেতাকর্মীরা সেটি বাঞ্চাল করে দিয়েছেন।
যুবদল নেতা আলমগীর হত্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই হত্যার সাথে কেউ জড়িত থাকলে সে যতবড় শক্তিশালী হোক না কেনো তাদের গ্রেফতার করতে হবে।

গাংনীতে হত্যাকাণ্ড, ২ যুবদল নেতা বহিষ্কার

গাংনী পৌর যুবদলের ১ নং ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার ৩ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সভাপতি মফিকুল ইসলামকে তাদের দলীয় সকল পদ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।

আজ শনিবার (৪ জানুয়ারি) দুপুরে গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুল ইসলাম ও সদস্য সচিব এনামুল হক স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে এই বহিস্কারাদেশ দেন।

বহিস্কারাদেশে বলা হয়েছে, ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে পৌর যুবদলের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক রবিউল ইসলাম বিপ্লবকে ৪ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদকের পদসহ দলীয় সকল পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

অব্যাহতি প্রদানের নোটিশ মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি/সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সংগঠণ প্রেসক্লাবকে প্রদান করা হয়েছে।

এর আগে গাংনী পৌর যুবদলের এক নং ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রবিউল ইসলাম বিপ্লব, এক নম্বর ওয়ার্ড (বাঁশবাড়িয়া)

যুবদলের সাবেক সভাপতি মফিকুল ইসলাম ও কোদাইলকাটি গ্রামের আলমগীর হোসেনকে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা গ্রেফতার করেন। গতকাল শুক্রবার তাকে আদালতে নিলে তাকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন আদালত।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি দিবাগত রাতে গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মঈন উদ্দীনের ছেলে এক নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন(৩৮) কে গলাকেটে হত্যা করে সহড়াবাড়িয়া ইছাখালি মাঠের একটি গাছের নিচে ফেলে রাখে।

নিহত আলমগীর হোসেনের কাছে একই গ্রামের সাবেক যুবদল সভাপতি মোঃ মফিকুল ইসলামের ২ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। প্রায় ৪ বছর আগে আলমগীর হোসেন ঘাতক মফিকুলের কাছ থেকে এই টাকা ধার নেন। নিহত আলমগীর হোসেন প্রায় দেড় বছর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (দুবাই) চলে যান। প্রায় ২ মাস পূর্বে ভিকটিম দেশে ফেরত আসেন। এই পাওনা টাকার প্রতিশোধ নিতেই মফিকুল ইসলাম তার বন্ধু যুবদল নেতা রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও কোদাইলকাটি গ্রামের আলমগীর হোসেনসহ কয়েকজন মিলে তাকে টাকা ধার দেওয়ার নাম করে সহড়বাড়িয়া-কামারখালি মাঠের মধ্যে নিয়ে কুিেপেয় ও জবাই করে হত্যা করে।

এঘটনায় নিহতের পিতা মইন উদ্দীন বাদি হয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে।

মেহেরপুরে যুবদল নেতা হত্যার জড়িতদের গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম

২৪ ঘন্টার মধ্যে যুবদল নেতা হত্যার ক্লু উদ্ধার ও আসামিদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বিএনপি ও যুবদল।

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকায় টায়ার জালিয়ে এই সমাবেশ করেন তারা।
এসময় কিছুক্ষণের জন্য মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলীর সঞ্চালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক, গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা।
এছাড়াও পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুল ইসলাম, সদস্য সচীব এনামুল হক, যুবদল নেতা আব্দুল গাফফারসহ বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তরা বলেন, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে যুবদল নেতা আলমগীর হোসেনের হত্যার ক্লু উদ্ধার ও ঘাতকদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনতে হবে। যুবদলের নেতা হত্যার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারে ২৪ ঘন্টা পার হলে বিএনপি ও যুবদলের নেতাকর্মীরা ঘাতকদের ধরে শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

এসময় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা। এর আগে জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন নিহত যুবদল নেতার মরদেহ দেখে একই দাবী জানান।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর বাঁশবাড়িয়া ওয়ার্ড যুবদল সভাপতি আলমগীর হোসেনের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এরপরপরই এই কর্মসূচি পালন করে বিএনপি ও যুবদল।

গাংনীতে ওয়ার্ড যুবদল সভাপতির

লাশ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন
(৪৫) এর গলাকাটা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারী) সকালে গাংনী উপজেলার সহড়াবাড়িয়া বাদিয়াপাড়া কামারখালি মাঠের রাইমনতলা নামক স্থান থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত আলমগীর হোসেন গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মইন উদ্দিনের ছেলে ও গাংনী পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি। প্রায় তিন মাস আগে দুবাই থেকে বাড়ি ফিরেছেন তিনি। গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, রাতের কোনো এক সময়ে আলমগীর হোসেনকে গলাকেটে হত্যা করেছে দূর্বৃত্তরা। সকালে স্থানীয়দের দেওয়া সংবাদের ভিত্তিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার প্রক্রিয়া চলছে। কি কারনে তাকে হত্যা করেছে এ ব্যাপারে কিছু জানাতে পারেননি তিনি।

গাংনী পৌর যুবদলের সভাপতি সাইদুল ইসলাম জানান, গতরাতে গাংনী বাজারে ছিলো আলমগীর হোসেন। তারপর থেকে নিখোঁজ হয় সে। আজ সকালে তার গলাকাটা লাশ পড়ে থাকতে দেখে আমাদের খবর দেন। তবে, কি কারনে এঘটনা কিছুই বলতে পারছিনা।

মেহেরপুরে জাহাঙ্গীর আলম দুলালের স্মরণে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল

মেহেরপুর জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলালের স্মরণে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

আজ শনিবার (৭ ডিসেম্বর) বিকেল ৫ টার সময় বড় বাজার জেলা বিএনপির

কার্যালয়ে মেহেরপুর জেলা যুবদলের আয়োজনে এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আনিসুল হক লাভলুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি সহ-সভাপতি আলমগীর খাঁন সাতু।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি ওমর ফারুক লিটন, জেলা বিএনপির যুগ্ন সম্পাদক ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান মেনন, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, মেহেরপুর জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক নজরুল ইসলাম সহ মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র অঙ্গ সংগঠনের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা যুবদলের যুগ্ম সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম দুলালের স্মরণে শোকসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন মেহেরপুর জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব মনিরুল ইসলাম মনি।

মুজিবনগরে কৃষকদলের প্রস্তুতি সভা

মুজিবনগরে উপজেলা কৃষকদলের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) বিকালে মুজিবনগর কমপ্লেক্স সূর্যোদয় রেষ্ট হাউসে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আব্দুল হামিদের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের সহ-সভাপতি সালাউদ্দীন আহম্মেদ,মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি আরমান আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি রমজান আলী মেম্বার, সহ-সভাপতি সাব্দার আলী, সাধারন সম্পাদক কুন্নুত আলী, মোনাখালী ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি আশা, দারিয়াপুর ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি রিপন আলী, সাধারন সম্পাদক হাবিবুর রহমান প্রমুখ।